রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ১৩, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নং **১১/মূসক/২০২০** তারিখ : ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৬ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : **বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) কর্তৃক গৃহীত রেয়াতের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।**

সূত্র : **বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূসক এর পত্র নং-০৮.০১.০০০০.০১১.০১.০০১.১৮.১১১৭, তারিখ : ১৬ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।**

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর কর্তৃক প্রেরিত সূত্রোক্ত পত্রটি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রতি ঘন মিটার এলএনজি'র আমদানি মূল্য ৩১.৫৩ টাকা। তাদের দাখিলকৃত সহগ (মূসক-৪.৩) অনুযায়ী সংযোজনের পরিমাণ ৪.৪৫ টাকা। সে অনুযায়ী সরবরাহ পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য ৩৫.৯৮ টাকা। কিন্তু আমদানিকৃত এলএনজি বাংলাদেশে রূপান্তর করে প্রতি একক গ্যাস উৎপাদন করার বিপরীতে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য ৪.৪৫ টাকা যা এলএনজি আমদানি মূল্যের (৩১.৫৩ টাকা) চেয়ে অনেক কম। এক্ষেত্রে সরবরাহ পর্যায়ে প্রতি ঘন মিটার গ্যাসের উপর মূসক (৩৫.৯৮ × ১৫%) ৫.৪০ টাকার পরিবর্তে ০.৫৫৫০ টাকা আদায় করা হয়। অপরদিকে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূসক ৪.৭৩ টাকা রেয়াত গ্রহণের ফলে নীট প্রদেয় মূসকের পরিমাণ দাঁড়ায় –৪.১৭৫ টাকা (ঋণাত্মক)।

০৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ১ এর দফা (ঠ) অনুযায়ী মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রয়েছে এমন

মূল্য : টাকা ৪.০০

নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা আমদানি মূল্যের চেয়ে অনেক কমে অর্থাৎ ভর্তুকি মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করে। সে কারণে এক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজন করের হার ১৫ শতাংশের চেয়ে অনেক কম হয়।

০৪। এমতাবস্থায়, পেট্রোবাংলা কর্তৃক এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ আইনানুগ নয়। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

কাজী রেজাউল হাসান
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.